গঠনতন্ত্র

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

Jahangirnagar University Department of Statistics Alumni Association

২০২৪

গঠনতন্ত্র অনুমোদন

সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভার কালানুক্রমে

তৃতীয় সংস্করণঃ	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
দ্বিতীয় সংস্করণঃ	২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রথম সংস্করণঃ	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার ঢাকা।
www.judsaa.org

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ এর কার্যবিবরণী'র সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ।

আলোচ্যসূচি নং ২৪ পরিমার্জিত গঠনতন্ত্র উপস্থাপন পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ এ গঠনতন্ত্রের উপর সংশোধনী প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হলে বিস্তারিত আলোচনা শেষে কিছু প্রস্তাবনা গৃহীত হয় এবং পরিমার্জিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয় যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সংশোধিত ধারা ১৮ পরবর্তী অর্থাৎ ৭ম কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন থেকে কার্যকর হবে।

(মোঃ আনিছুর রহমান)
সভাপতি

(কাজী আরিফুর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক

মুখবন্ধ

প্রকৃতির অপার নান্দনিকতা ও সবুজ-শ্যামলের সমারহে ভরপুর সুবিশাল ক্যাম্পাসে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি। প্রথম শিক্ষাবর্ষে ১৯৭০-১৯৭১ এ প্রথম ব্যাচে তথ্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল ও গণিত বিভাগে সর্বমোট ১৫০ জন ছাত্র নিয়ে এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান বিভাগ করা হয় এবং সবশেষ নভেম্বর ৭, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সভায় অনুমোদনক্রমে নাম পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অধীবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ পাশ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়'।

বিশ্ববদ্যিালয়রে সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান বিভাগ যাত্রা শুরু করে বেশ ভালোভাবেই এবং স্বল্প সময়ে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আর্ন্তজাতিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ইতোমধ্যে সনদপ্রাপ্ত (স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিইচডি) প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী দেশে-বিদেশে কর্মক্ষেত্রে সুখ্যাতির সাথে কাজ করছে। তারা শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প, সাহিত্য এবং সর্বোপরি মানবকল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে যা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত।

এই অ্যালামনাইদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মধুর স্মৃতি, রঙ্গীণ স্বপ্ন ও স্মৃতিময় অতীতকে জাগরুক রাখার নিমিত্তে ১৯৮৭ সালে বিভাগীয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণের মাঝে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহনের এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। বিষয়টি সবার নিকট সানুগ্রহ আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। আর তৈরি হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের ক্ষেত্র। এজন্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সালে এই আহবায়ক কমিটি প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানেই 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিভাগের জন্য যেমন প্রথম তেমনই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও এটি প্রথম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। আহবায়ক কমিটি এসময় অ্যাসোসিয়েশনের জন্য সুন্দর একটি গঠনতন্ত্রও উপহার দেয়।

অ্যাসোসিয়েশনের মূল্য লক্ষ্য হল স্নাতকদরে মাঝে কার্যকর মেলবন্ধন রক্ষা করা, সকলের মাঝে একতা, সৌর্হাদ্য, সম্পৃতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। পাশাপাশি, সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী, কর্মজীবন পরামর্শক অনুষ্ঠান, প্রয়োজনে বুলেটিন, নিউজ লেটার, সাময়িকী প্রকাশ করা। পাশাপাশি বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

যদিও প্রতিষ্ঠাকালে অ্যাসোসিয়েশনের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার মত একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন হলো সেটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। বিষয়টি নিয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের মধ্যে নতুন করে উদ্যোগ, আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেয়ায় অ্যাসোসিয়েশনের গতিশীলতা ফিরে আসে যা অ্যাসোসিয়েশনকে নতুনভাবে পুনঃজাগরিত করে। গঠিত হয় পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ।

২০২২ সালে গঠিত ষষ্ঠ কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে যা ২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২২ এ অনুমোদিত হয়। পবর্তীতে ২০২৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ এ উত্থাপিত কিছু সংশোধনী প্রস্তাবসহ পরিমার্জিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। এক্ষণে সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে গঠনতন্ত্রের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

সুচিপত্র

ধারা ১ নাম বৈশিষ্ট্য লোগো ও কার্যালয়.....১
ধারা ২ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা.....১
ধারা ৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....২
ধারা ৪ সদস্যপদ.....৩
ধারা ৫ সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া.....৩
ধারা ৬ সদস্য ফি.....৪
ধারা ৭ সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব.....৪
ধারা ৮ সদস্যপদ স্থগিত বাতিল অব্যাহতি ও হস্তান্তর.....৪
ধারা ৯ পুনঃ সদস্যভূক্তি.....৫
ধারা ১০ সাংগঠনিক কাঠামো.....৫
ধারা ১১ উপদেষ্টা পরিষদ.....৫
ধারা ১২ উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব.....৫
ধারা ১৩ সাধারণ পরিষদ.....৬
ধারা ১৪ সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান.....৬
ধারা ১৫ সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম.....৭
ধারা ১৬ সাধরাণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলী.....৭
ধারা ১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদ.....৭
ধারা ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো.....৮
ধারা ১৯ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা.....৮
ধারা ২০ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা.....৯
ধারা ২১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান.....১৪
ধারা ২২ নির্বাচন কমিশন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন.....১৪
ধারা-২৩ অনাস্থা প্রস্তাব.....১৫
ধারা-২৪ পদত্যাগ.....১৫
ধারা-২৫ তহবিল.....১৫
ধারা ২৬ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা.....১৬
ধারা-২৭ হিসাব নিরীক্ষা.....১৬
ধারা-২৮ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী.....১৬
ধারা ২৯ বিলুপ্তি.....১৬
ধারা-৩০ দায়িত্ব হস্তান্তর.....১৭
ধারা-৩১ শপথ.....১৭
ধারা ৩২ ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ.....১৭

ধারা-১: নাম, বৈশিষ্ট্য, লোগো ও কার্যালয়

(ক) নাম

এই অ্যাসোসিয়েশনের নাম হবে বাংলায় "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" এবং ইংরেজিতে "Jahangirnagar University Department of Statistics Alumni Association"। সংক্ষেপে "JUDSAA" নামে পরিচিত হবে।

খ বৈশিষ্ট্য

১। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ ও লালন করে এই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২। একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক এবং কল্যাণ ও সেবামূলক সংগঠন হিসেবে পরিচালিত হবে।

৩। এই অ্যাসোসিয়েশন কোন ধারা বা কার্যক্রম বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না।

৪। অ্যাসোসিয়েশনের একটি সীলমোহর লোগো ও স্লোগান থাকবে।

৫। দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা ও ইংরেজি।

গ লোগো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালমনাই অ্যাসোসিয়েশনের লোগোর সবুজ রং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নান্দনিক সবুজ সমারোহেরই প্রতিনিধিত্ব করে। লোগোর মাঝখানটার চিত্রটি পরিসংখ্যানে জ্যামিতিক ব্যবহারের ন্যায্যতা ও প্রয়োগিকতার বিষয়টি প্রকাশ করে। সামগ্রিকভাবে লোগোটি পরিসংখ্যান শিক্ষার বিশেষ বিষয়ের প্রায়োগীকতায় এবং শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

ঘ কার্যালয়

১। অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা জেলায় অবস্থিত হবে।

২। তবে, প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে এর শাখা খোলা যাবে।

ধারা ২ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই গঠনতন্ত্রে

ক 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' কে বুঝাবে;

খ 'পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ' বলতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালেয়র পূর্বতন তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ এবং বর্তমান পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ কে একত্রে বুঝাবে

গ 'অ্যালামনাই' বলতে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ হতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে বুঝাবে

ঘ 'স্নাতক' বলতে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাবে;

(ঙ) ‘গঠনতন্ত্র’ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত এই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রকে বুঝাবে;

চ ‘ধারা’ ও ‘বিধি’ অর্থ অত্র গঠনতন্ত্রের ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও উপ বিধিসমূহকে বুঝাবে;

ছ ‘বৎসর বর্ষ’ বলতে ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসরকে ১ জানুয়ারি – ৩১ ডিসেম্বর বুঝাবে

জ ‘কর্মকর্তা’ বলতে ধারা ১৮ এর ১ হতে ১৬ নং ক্রমিকে উল্লেখিত সকলকেই বুঝাবে।

(ঝ ‘নির্বাহী সদস্য’ বলতে ধারা ১৮ এর ১৭ নং ক্রমিকে উল্লেখিত সকল সদস্যকেই বুঝাবে।

ঞ ‘সদস্য’ বলতে অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যকে বুঝাবে;

ট ‘উপদেষ্টা পরিষদ’ বলতে ধারা ১১ অনুসরণে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে

ঠ ‘সাধারণ পরিষদ’ বলতে সকল বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে যা ধারা ১৩ অনুসরণে গঠিত হবে

ড ‘কার্যনির্বাহী পরিষদ’ বলতে জীবন সদস্যদের মধ্য হতে মনোনীত নির্বাচিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত পরিষদ যা ধারা ১৭ ও ধারা ১৮ অনুসরণে গঠিত হবে

ঢ ‘সম্পত্তি’ অর্থ নগদ তহবিলসহ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বুঝাবে;

ণ ‘অনুদান’ বলতে কোন সদস্য বা শুভাকাঙ্খী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনকে প্রদত্ত অর্থ সাহায্য সহায়তা বুঝাইবে; এবং

ত ‘ফি’ বলতে সদস্য কর্তৃক গঠণতন্ত্রে নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত এককালীন বার্ষিক প্রদত্ত অর্থকে বুঝাবে।

ধারা ৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সনদপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করে প্রাক্তন বর্তমান শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সাথে পারস্পারিক সহায়তা ও সৌহার্দ্যের এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করাই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। অ্যালামনাইদের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়াও সংগঠনটি নিম্নলিখিত এবং অনুরুপ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেঃ

ক অ্যালামনাইদের মধ্যে পারস্পরকি বন্ধুত্ব সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন স্থাপন ও তাঁদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় কাঁযক্রম গ্রহণ করা।

খ অ্যালামনাইদের বিশেষ কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা গ্রহন করা। বিষয় হতে পারে কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি।

গ ধারা ৩ খ এ উল্লিখিত বিষয় সমাধানে অ্যাসোসিয়েশন পৃথক ‘‘কল্যান তহবলি” গঠন ও তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য তার পরিবারবর্গকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।

ঘ বিভাগের শিক্ষার ও পরিবেশ উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঙ বিভাগের অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও অস্বচ্ছল অ্যালামনাইদের সন্তানদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ‘‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরসিংখ্যান বভিাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” এর নামে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা। ধারা ৩ গ এ উল্লিখিত কল্যাণ তহবিল এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে।

চ বর্তমান শিক্ষার্থী ও চাকুরী প্রত্যাশীদের জন্য কর্মজীবন পরামর্শ সেমিনার সিম্পোজিয়াম কর্মশালা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ছ নিয়মিত বুলেটিন নিউজ লেটার সাময়িকী পুস্তক ও বিভিন্ন প্রকাশনা চালু করা বা সাহায্য করা।

জ দেশে ও বিদেশে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা।

ঝ অ্যালামনাই ও তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য ফ্যামিলি ডে বনভোজন নৌবিহার খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

ঞ অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিঘ্নিত না করে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টি সংস্থার নিকট হতে অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

ট ধারা ৩ ক হতে ৩ ঞ পর্যন্ত বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সহায়ক সকল কার্যাবলী সম্পাদন করা। তবে কোনভাবেই অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিঘ্নিত করে নয়।

ধারা-৪: সদস্যপদ

অ্যাসোসিয়েশনে নিম্নোক্ত ৪ চার ধরণের সদস্যপদ থাকবেঃ

১ **সাধারণ সদস্যঃ** পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত বাৎসরিক ফি পরিশোধ করে সাধারণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

২ **জীবন সদস্যঃ** পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত ফি এককালীন পরিশোধ করে জীবন সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

৩ **সাম্মানিক সদস্যঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিষয় সংশিষ্ট বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিগণ ও অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা ও স্বার্থ উন্নয়নে সহায়ক ব্যক্তি স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ শিক্ষানুরাগী জাতীয় ব্যক্তিবর্গকে সাম্মানিক সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে।

৪ **দাতা সদস্যঃ** পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অ্যাসোসিয়েশনের কল্যাণার্থে এককালীন কমপক্ষে এক লক্ষ বা তদূর্ধ টাকা অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে দান করবেন তারা দাতা সদস্য হবেন। তবে দাতা সদস্যকে অবশ্যই জীবন সদস্য হতে হবে।

ধারা-৫: সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া

ক) সাম্মানিক সদস্যপদ ব্যতিরেকে অন্যান্য সদস্যপদ লাভের জন্য ধারা ৬ এ নির্দিষ্টকৃত কিংবা পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃর্ক পুনর্বিন্যাসকৃত ফি পরিশোধপূর্বক নির্ধারিত ফরমে অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে

খ) আবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন

গ) সাম্মানিক সদস্যপদের জন্য কোন চাঁদা প্রদান এবং অথবা আবেদন করার প্রয়োজন হবে না।

ধারা-৬: সদস্য ফি

ক প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সদস্যপদের জন্য ফি এর হার হবে নিম্নরূপঃ

১ **সাধারণ সদস্যঃ** ১ ০০০ এক হাজার টাকা প্রতি বৎসরে জানুয়ারি ডিসেম্বর প্রদেয়।

২ **জীবন সদস্যঃ** ৫ ০০০ পাঁচ হাজার টাকা এককালীন প্রদেয়।

৩ **সাম্মানিক সদস্যঃ** কোন ফি প্রযোজ্য নয়।

৪ **দাতা সদস্যঃ** এককালীন কমপক্ষে ১০০ ০০০ এক লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকা।

খ পরবর্তীতে সময় সময় কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন সদস্যপদের উল্লিখিত ফি এর পরিমাণ পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

গ সাধারণ সদস্যদেরকে প্রত্যেক বৎসরের বার্ষিক ফি অগ্রিম প্রদান করতে হবে।

ধারা-৭: সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব

ক সাধারণ এবং জীবন সদস্যগণ নির্বাচনে ভোট প্রদান এবং জীবন সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াসহ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত ঘোষিত সুবিধা ভোগ করবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

খ সাম্মানিক সদস্যগণ নির্বাচনে ভোট প্রদান ও প্রার্থী হওয়া ব্যতিরেকে সকল কর্মকান্ডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত ঘোষিত সুবিধা ভোগ করবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ এর অনুরোধে অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

গ প্রত্যেক সদস্য বিনামূল্যে পরচিয়পত্র পাবেন। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে ২০০ দুইশত টাকা বা গঠণতন্ত্র অনুযায়ী পূনঃনির্ধারিত ফি প্রদান করে পরিচয় পত্র পেতে পারবেন।

ধারা-৮: সদস্যপদ স্থগিত বাতিল অব্যাহতি ও হস্তান্তর

নিম্নে বর্ণিত কারণে সদস্যপদ স্থগিত বাতিল হবে কিংবা সদস্যপদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হবেঃ

ক কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য চাঁদা সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিত সময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ স্থগিত করা হবে। তবে বকেয়াসহ চাঁদা হালনাগাদ করা হলে সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বহাল হবে

খ কোন সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহা প্রত্যাহার না করলে তার সদস্যপদ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে

গ কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার সদস্যপদের কার্যকারিতা থাকবে না অথবা

ঘ কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশন বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী বা অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করলে বা কাজে লিপ্ত হলে প্রাথমিক তদন্তপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে তার সদস্য পদ স্থগিত করা যাবে। অতঃপর তদন্ত কমিটি গঠন করে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন অভিযোগ সম্পর্কে লিখিতভাবে তাকে অবহিতকরণ জবাব দানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্নকরণ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃর্ক উহা বিবেচনাকালে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্যপদ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান

করা যাবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা ১২ চ অনুযায়ী আপিল বোর্ডের নিকট আবেদন করতে পারবে।

ঙ বিদ্যমান সদস্যদের কারো মৃত্যু জনিত কারণে কিংবা স্বেচ্ছায় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ হস্তান্তর বিক্রি করা যাবে। নির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে।

ধারা-৯: পুনঃ সদস্যভুক্তি

ধারা ৮ খ এবং ঘ এর মাধ্যমে যে সকল সদস্যের সদস্যপদ বাতিল কিংবা যে সকল সদস্যকে সদস্যপদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হবে তারা কার্যনির্বাহী পরিষদ আরোপিত শর্ত পূরণ এবং ধারা ৫ অনুযায়ী সদস্যপদ পুনর্বহালের আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তা বিবেচনা করতে পারবে। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা ১২ চ অনুযায়ী আপিল বোর্ডের নিকট আবেদন করতে পারবে।

ধারা-১০: সাংগঠনিক কাঠামো

অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

ক উপদেষ্টা পরিষদ

খ সাধারণ পরিষদ

গ কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারা-১১: উপদেষ্টা পরিষদ

ক আগ্রহী সাম্মানিক সদস্য বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক এবং বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপদেষ্টা পরিষদে সদস্য মনোনীত হতে পারবেন।

খ অনধিক ১৫ পনের সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদের জেষ্ঠ্য সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করবেন।

গ বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদান্তে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হলে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি নতুন পরিষদে কোন পদধারী না হলে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে পারবেন।

ঘ কার্যনির্বাহী পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণকে মনোনীত করবেন।

ঙ উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ হবে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরূপ। তবে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরেকটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের উপদেষ্টা পরিষদ বলবৎ থাকবে।

ধারা-১২: উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব

উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব হবে নিম্নরুপঃ

ক বছরে অন্তত একবার উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ বছরে অন্তত একবার উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুরোধে কিংবা স্বপ্রণোদিত হয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত গৃহীতব্য নীতি নির্ধারণীসহ অন্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিবেচনার জন্য সুপারিশ প্রদান করতে পারবে

ঘ প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

ঙ কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচালনায় অচলাবস্থা বা অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে উপদেষ্টা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ পাঁচ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটি পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অনুর্ধ্ব ৪ চার মাস সময়ের জন্য গঠণতন্ত্র অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েশনের কাজ চালিয়ে যাবে। শর্ত থাকে যে ৫ পাঁচ জনের মধ্যে কেউই কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তা বা নির্বাহী সদসা থাকতে পারবে না।

চ উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত কিংবা কার্যক্রমে সংক্ষুব্ধ সদস্যদের আবেদন নিস্পত্তিকরণের আপিল বোর্ড হিসেবে কাজ করবে।

ছ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারন সম্পাদক উপদষ্টো পরিষদকে সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ধারা-১৩: সাধারণ পরিষদ

সাধারণ পরিষদের কাঠামো দায়িত্ব এবং ক্ষমতা হবে নিম্নরুপঃ

ক সাধারণ পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে।

খ সকল বৈধ সাধারণ ও জীবন সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা সদস্য নির্বাচিত মনোনীত করার ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর অর্পিত থাকবে।

ঘ ‘গঠণতন্ত্র’ বা এতদসংক্রান্ত যে কোন ধরণের বিধি উপ বিধি প্রণয়ন সংশোধন সংযোজন বিয়োজন এবং অনুমোদনের ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

ঙ প্রতি বছর কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ সময় ও স্থানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনে একাধিকবার সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরী সভা করা যাবে।

চ সাধারণ পরিষদের সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবিদ্ধ খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করে সকল সদস্যদের মাঝে এর প্রচার নিশ্চিত করতে হবে ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-১৪: সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান

ক সভাপতির পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ২১ একুশ দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা আহ্বান করতে পারবেন।

খ কোন বিশেষ প্রয়োজন বা জরুরী অবস্থার পরিপেক্ষিতে সভাপতি সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরী সভা বাস্তবসম্মত যে কোন সময়ের নোটিশে আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শে প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ১৫: সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম

ক সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা এবং বিশেষ বা জরুরী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম হবে যথাক্রমে ন্যূনপক্ষে সদস্য সংখ্যার ১১০ এক দশমাংশ এবং ১১৫ পনেরোর একভাগ সদস্যগণের উপস্থিতিতে।

খ শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট তারিখে সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হন তাহলে উক্ত সভা মুলতবি হিসেবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে মুলতবি সভা অনুষ্ঠিত হবে। মুলতবি সভার জন্য কোরাম এর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

ধারা ১৬: সাধরাণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্পাদিতব্য কার্যাবলী

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় আলোচ্য বিষয়াদি হবে নিম্নরূপঃ

ক পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

খ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা ও বিবেচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনাকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন অর্থ সম্পাদকের মাধ্যমে উপস্থাপন এবং আলোচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

ঘ প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্র ও বিধি উপ বিধি প্রণয়ন সংশোধন পরিবর্তন পরিমার্জন ও অনুমোদন।

ঙ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন এবং আলোচনা ও বিবেচনাপূর্বক তা অনুমোদন।

চ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ।

ধারা-১৭: কার্যনির্বাহী পরিষদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা সদস্য নির্বাচন মেয়াদকাল সভার কোরাম সভায় সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং দায়বদ্ধতা হবে নিম্নরুপঃ

ক অ্যাসোসিয়েশনের অনধিক ৩৯ উনচল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

খ সাধারণ পরিষদ প্রাথমিকভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রচেষ্টা চালাবে। অন্যথায় ধারা ২২ প্রতিপালন সাপেক্ষে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। গঠিত নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বের পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৩ তিন বছর। মেয়াদ শেষ হবার কমপক্ষে ১৫ পনের দিন পূর্বে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে। যদি নির্ধারিত সময়ে পরবর্তী পরিষদ গঠিত না হয় তবে উপদেষ্টা পরিষদ কমপক্ষে ৫ পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করতে পারবে। উক্ত কমিটি ৬০ ষাট দিনের মধ্যে ধারা ১৭ খ অনুসরণের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

ঘ কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৩ এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা বা কোরাম বলে গণ্য হবে।

ঙ কার্যনির্বাহী পরিষদ বৎসরে কমপক্ষে ৪ চার টি সভা করবে।

চ অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোট বা সমর্থনে গৃহীত হবে।

ছ কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের উপর ন্যস্ত সকল কার্যাবলী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

জ যে কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ পরিচালনায় অচলাবস্থা দেখা দেওয়ায় অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে উপদেষ্টা পরিষদ কমপক্ষে ৫ পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করতে পারবে। উক্ত কমিটি ৬০ ষাট দিনের মধ্যে ধারা ১৭ খ অনুসরণের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

ধারা-১৮: কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

ক্রমিক	পদের নাম		সংখ্যা
১	সভাপতি		১ জন
২	সহ-সভাপতি		৩ জন
৩	সাধারণ সম্পাদক		১ জন
৪	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক		২ জন
৫	কোষাধ্যক্ষ		১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক		১ জন
৭	দপ্তর সম্পাদক		১ জন
৮	প্রচার গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদক		১ জন
৯	তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম সম্পাদক		১ জন
১০	অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সম্পাদক		১ জন
১১	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক		১ জন
১২	শিক্ষার্থী ও কর্মজীবন পরামর্শক সম্পাদক		১ জন
১৩	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক		১ জন
১৪	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক		১ জন
১৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক		১ জন
১৬	নারী কল্যাণ সম্পাদক		১ জন
১৭	নির্বাহী সদস্য অনধিক ২০ জন , শর্ত থাকে যে,		
	(ক)	নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদে বা উপদেষ্টা পরিষদে কোন পদধারী না হলে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদ্য সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক	২ জন
	(খ)	নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদে বা উপদেষ্টা পরিষদে কোন পদধারী না হলে পদাধিকার বলে বিভাগীয় সভাপতি	১ জন
	(গ)	মহিলা অন্তত	৩ জন
	(ঘ)	প্রবাসী অন্তত	৩ জন
	(ঙ)	অন্যান্য অনধিক	১১ জন
সর্বমোট অনধিক			**৩৯ জন**

ধারা-১৯: কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে নিম্নরূপঃ

ক অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত কার্যাবলী কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা সম্পাদনের দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

খ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনসহ অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে।

গ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ জরুরী সাধারণ সভার স্থান ভার্চুয়াল মাধ্যম তারিখ সময় ইত্যাদি নির্ধারণ।

ঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাকরণ।

ঙ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থাপন।

চ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় অনুমোদনসহ পূর্ববর্তী বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় উপস্থাপন।

ছ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

জ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান।

ঝ উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের শূন্যপদে সদস্য কর্মকর্তা মনোনয়ন নির্বাচন।

ঞ নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ট বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সদস্যপদের চাঁদার হার পুনঃনির্ধারণ এবং সদস্যপদ লাভের আবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন।

ঠ অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মিত কার্যাবলী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কর্মচারী নিয়োগের নীতিমালা শর্তাদি অনুমোদনসহ কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ।

ড কোন নিদিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিষদের ভিতরের এবং অথবা বাহিরের সদস্যদের নিয়ে কমিটি ও উপ কমিটি গঠন এধরণের কমিটি উপকমিটির সদস্যদের মধ্য হতে যে কোন একজন সভাপতি আহ্বায়ক হবেন এবং অপর একজন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা-২০: কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১ সভাপতি

ক সভাপতি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ তিনি সভার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করবেন।

ঘ অ্যাসোসিয়েশনের যে কোন বিষয়ে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক কাস্টিং ভোট প্রদান করবেন।

ঙ অ্যাসোসিয়েশনের যে কোন সভায় যে কোন বিষয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গ্রহন ও অন্যান্য সভায় কোন রকম অচলাবস্থা দেখা দিলে সভাপতি রুলিং প্রদান করতে পারবেন।

চ তিনি সাধারণ সম্পাদকের সাথে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সকল ধরণের কার্যবিবরণী দলিলপত্র দাবীনামা আবদেনপত্র ও চুক্তিপত্র যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

২ সহ সভাপতি

ক সহ সভাপতিগণ সভাপতিকে যাবতীয় দায়িত্বপালন ও কার্য সম্পাদনে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

খ সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্বাচিত মনোনীত হওয়ার ক্রমানুসারে সহ সভাপতিগণ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

গ মেয়াদ পূর্তির আগে কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে নির্বাচিত মনোনীত হওয়ার ক্রমানুসারে জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির জন্য নির্ধারিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৩ সাধারণ সম্পাদক

ক সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ সভাপতি সাথে আলোচনাক্রমে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সভা আহ্বান করবেন করবেন।

গ সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে খসড়া কার্যবিবরণীর চূড়ান্ত করবেন এবং উহাতে সভাপতির সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

ঘ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কার্যনির্বাহী কমিটির সমর্থন গ্রহণ করবেন এবং বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

ঙ সভাপতির পরামর্শ সম্মতিক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সরকারি বেসরকারি ও বিভিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

চ তিনি সভাপতির সাথে যৌথভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন অনুমোদিত দলিল ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

ছ সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

জ সম্পাদকবৃন্দকে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলী পরিচালনা এবং সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন।

ঝ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মচারী নিয়োগ বরখাস্ত বেতন বৃদ্ধি ছুটি মঞ্জুর ও যৌক্তিক পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ঞ অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য সভাপতির সম্মতিক্রমে তিনি সর্বোচ্চ ১৫ ০০০ পনেরো হাজার টাকা কন্টিনজেন্সি হিসাবে নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন।

৪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

ক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদককে সর্বাত্মক সহায়তা ও সহযোগিতা করবেন এবং প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক কতৃর্ক প্রদত্ত বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

খ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

গ মেয়াদ পূর্তির আগে কোন কারনে সাধারণ সম্পাদকের পদ শূণ্য হলে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৫ কোষাধ্যক্ষ

ক অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন ও অনুমোদন গ্রহন করবেন।

খ কার্যনিবাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক ব্যাংকে অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল জমা রাখার বিধি সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গ অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরকি আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করত নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ তা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন ও অনুমোদন গ্রহন করবেন।

ঘ অ্যাসোসিয়েশনের তহবলি বৃদ্ধরি জন্য গঠণতন্ত্র অনুযায়ী পরকিল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন।

ঙ সদস্যদরে বাৎসরকি ফি ও অন্যান্য অনুদান যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চ রসদি বই জমা বই চকে বই খতিয়ান বই বিল ভাউচার ও হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কাগজপত্র মুদ্রতি ইলকেট্রনকি সংস্করণ তাঁর তত্বাবধানে থাকবে।

ছ বিশেষ কোন কারন ছাড়া কোষাধ্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় ব্যয় যথাযথভাবে চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করবেনব।

জ অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সম্মতিক্রমে তিনি সর্বোচ্চ ১০ ০০০ দশ হাজার টাকা কন্টিনজেন্সি হিসাবে নিজের কাছে নগদ রাখতে পারবেন।

ঝ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব নিকাশ দেখাশোনা এবং এতদ্বিষয়ক নথি দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র রক্ষণাবক্ষেণ করবেন।

৬ সাংগঠনিক সম্পাদক

ক অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা সম্পাদনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করবেন।

গ অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করার জন্য সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

ঘ অ্যাসোসিয়েশনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

ঙ দেশে বিদেশে অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গঠন সম্প্রসারণের বিষয়ে মতামতসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পেশ করবেন।

চ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অ্যাসোসিয়েশনের অবস্থান শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৭ দপ্তর সম্পাদক

ক সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে দপ্তর সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন।

খ বিশেষ বাহক মারফত ডাকযোগে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিকট নোটিশ প্রেরণ করবেন। প্রয়োজনে এবিষয়ে গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদকের সহযোগিতা নিতে পারবেন।

গ সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে কার্যবিবরণীর খসড়া চূড়ান্ত করবেন।

ঘ অ্যাসোসিয়েশনের সকল রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরী করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

ঙ অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় জিনিসপত্র সম্পদ দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করবেন।

৮ প্রচার গণমাধ্যম ও জনসংযোগ সম্পাদক

ক অ্যাসোসিয়েশনের প্রচার গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিষয়ক সকল বিষয়াদি পরিচালনা করবেন।

খ অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহের প্রচার ও তা জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারপত্র পোস্টার লিফলেট পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

গ অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বাস্তবায়িতব্য সকল কার্যক্রম বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে গণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করবেন।

৯ তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম সম্পাদক

ক অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যম বিষয়ক সকল বিষয়াদি পরিচালনা করবেন।

খ অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ উদ্দেশ্য ও চলতি কর্মসূচীসমূহের প্রচারণা ও তা জনপ্রিয় করার জন্য সামাজিক মাধ্যম্যে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

গ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক Facebook মেসেঞ্জার Messenger হোয়াটসঅ্যাপ WhatsApp ইউটিউব YouTube ইনস্টাগ্রাম Instagram) লিংকডইন LinkedIn ইত্যাদি একাউন্ট পেইজ গ্রুপ চ্যানেল পরিচালনা সম্পাদনা নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এর উন্নয়নে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১০ অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

ক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের সকল সম্পাদকীয় কার্যক্রম পরিচালনায় অনুঘটক হিসেবে সার্বিক ও সামগ্রিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। প্রয়োজনে অনুষ্ঠানের আহবায়ক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খ কোন অনুষ্ঠান কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ ও অনুষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্য করবেন। যেমন অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রদান সঞ্চালনা অনুষ্ঠান সূচি সঠিকভাবে প্রণয়ন সঠিক পরিচালনা ও সম্পাদনায় সাহায্য করবেন।

১১ সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক

ক পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য “জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন” নামে শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

খ অ্যালামনাইদের বিশেষ কোন বিষয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যেমনঃ কোনো সদস্যের অকাল মৃত্যু প্রাকৃতিক দূর্যোগ দুর্ঘটনায়

ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ সদস্য/পরিবারবর্গকে অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করবেন।

গ এছাড়া সমাজকল্যাণমূলক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সংগঠনের পক্ষ হতে পরিচালিত বিশেষ জরুরী কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন করবেন।

১২ শিক্ষার্থী ও কর্মজীবন পরামর্শক সম্পাদক

ক পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ।

খ অ্যালামনাই ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পেশাগত ও কর্মজীবন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন করবেন।

গ শিক্ষার্থীদের কর্মজীবন উন্নয়নে 'ক্যারিয়ার ফেয়ার' সহ নিয়মিত কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন।

১৩ সাহত্যি সাংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক

ক অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মিত বুলেটিন সাময়িকী পুস্তক মুদ্রণ ও বিভিন্ন প্রকাশনা বের করবেন

খ অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদনক্রমে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যেমন সঙ্গীতানুষ্ঠান নাটক নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করবেন বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার সময়কালে।

খ অ্যাসোসিয়েশনের পাঠাগার সংরক্ষণ ও পরচিালনায় যথাযথ ভূমকিা পালন করবেন।

১৪ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

ক কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রবাসী নির্বাহী সদস্য এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করবেন।

খ আন্তর্জাতিকভাবে পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান শিক্ষা ও এর সাথে সম্পৃক্ত গবষেণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং যথাযথ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্মশালা সম্মেলন আয়োজন করা যা বিভাগীয় পরিসংখ্যান ও উপাত্ত বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক

ক বাঙ্গালী জাতির হাজার বছররে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা করা। এছাড়া গবেষণার ফলাফল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শেয়ার করা।

খ তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা ও তাদের সেই ইতিহাস চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

১৬ নারী কল্যাণ সম্পাদক

ক নারী অ্যালামনাইদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনে তাদের জন্য আলাদা সভা অনুষ্ঠান কার্যক্রমের আয়োজন করবেন।

১৭ **নির্বাহী সদস্য**

ক সভাপতি ও সহ সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত জ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করবেন।

খ কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

গ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

ঘ অ্যাসোসয়িশেনরে কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বাহী সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ সদস্যগণও বিভিন্ন কমিটি উপকমিটিতে কাজ করতে পারবে।

ধারা-২১: কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান

ক সভাপতির পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে ৭ সাত দিনের নোটিশে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবে।

খ বিশেষ কোন প্রয়োজনে বা জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ বা জরুরী সভা যথাক্রমে ৩ তিন দিন বা ২৪ চব্বিশ ঘন্টা সময়রে নোটিশে আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ প্রদান করতে পারবে।

ধারা-২২: নির্বাচন কমিশন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন

ক ১। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬০ ষাট দিন পূর্বে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার অনুমোদনক্রমে মোট ৩ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। তম্মধ্যে ১ এক জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ২ দুই জন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। শর্ত থাকে যে এই ৩ তিন জনের মধ্যে অন্তত ১ এক জন মহিলা সদস্য থাকবে কিন্তু কেউই কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না।

২। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে ১ এক জন রিটার্নিং অফিসার এবং ৪ চার জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দিতে পারবে যারা কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না।

৩। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য এবং নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসাদের কেউই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ ১। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। অ্যাসোসয়িশেনরে সকল সাধারণ ও জীবন সদস্যগণ ভোটার হিসেবে গণ্য হবে।

২। কমিশন গঠিত হওয়ার ১০ দশ দিনের মধ্যে খসড়া ও পরবর্তী ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে। তবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কেউই ভোটার তালকিায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

৩। নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার সময় নির্বাচনের তারিখ সময় ও স্থান এবং মনোনয়নপত্র জমা প্রত্যাহার খসড়া প্রার্থী তালিকা ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তারিখ সময় ও স্থান বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করবে।

গ ১। চূড়ান্ত ভোটার তালকিাভুক্ত যে কোন সাধারণ ও জীবন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। তবে একজন সদস্য একের অধিক পদে প্রার্থী হতে পারবে না।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার অন্তত ১৫ পনের দিন পূর্বেই নির্বাচন সম্পন্ন করে ফলাফল ঘোষণা করতে হবে। ধারা ৩০ অনুযায়ী বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নব গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

৩। নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি বাজেট প্রণয়ন করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাচনের ব্যয়ভার বহণ করার জন্য কোষাধ্যক্ষ এই অর্থ ছাড় করবে।

৪। যদি কোন পদে একজনমাত্র প্রার্থী থাকে তাহলে তাঁকে উক্ত পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে।

ঘ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-২৩: অনাস্থা প্রস্তাব

ক কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নরে জন্য কমপক্ষে ৫১ একান্ন শতাংশ সাধারণ সদস্যকে লিখিতভাবে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। নোটিশ প্রাপ্তির ২১ একুশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে সাধারণ সভা আহ্বান করতে বলবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সভার কোরামের সমান সংখ্যক সদস্যের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হবে।

খ অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে পরবর্তী ২১ একুশ দিনের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ধারা ২২ অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপদেষ্টা পরিষদ এ ব্যাপারে সাচিবিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জীবন সদস্যদের মধ্যে থেকে অন্তত ৩ তিন জনের সাহায্য নিতে পারবে। শর্ত থাকে যে এই ৩ তিন জনের কেউই কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

গ অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রাপ্তির ২১ একুশ দিনের মধ্যে সভাপতি সাধারণ সভা আহবানের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নকারীগণ নিজেরাই ৭ সাত দিনের নোটিশে সাধারণ সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ধারা ২২ অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৪: পদত্যাগ

ক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্মকর্তা নির্বাহী সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তাকে পদত্যাগরে কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি বরাবর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণরে পূর্ব পর্যন্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকবে। এ বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ন্ত বলে গণ্য হবে।

খ পক্ষান্তরে কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি বরাবর পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি আবেদনপত্রটি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে।

গ এরুপ পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে শূন্য পদ পূরনের জন্য নির্বাচন না করে কার্যনির্বাহী পরিষদ এর নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে কাউকে সাময়িক ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে।

ধারা-২৫: তহবিল

১ অ্যাসোসিয়েশনের ৩ তিন ধরণের তহবিল থাকবেঃ

ক **সাধারণ তহবিলঃ** সদস্যদের প্রবেশ ফি জীবন সদস্যদের ফি এবং নগদ জামানতের উপর মুনাফা সম্পদের আয় সাধারণ তহবিল হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ **সংরক্ষিত তহবিলঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদ যেরূপ যুক্তিসংগত মনে করেন সেভাবে প্রতিবছর মোট আয়ের একটি অংশ স্থানান্তর করে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করবে। এই তহবিলের অর্থ প্রাথমিকভাবে অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে প্রয়োজনে অন্যান্য খাতেও ব্যবহার করা যাবে।

গ **কল্যাণ তহবিলঃ** সদস্যদের কাছ থেকে বিশেষ দান বা ধার্যকৃত অর্থ এবং অন্যান্য উৎস থেকে উদার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল সংগ্রহ ও জোরদার করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তার জন্য শিক্ষা বৃত্তি এবং অ্যাসোসিয়েশনের অস্বচ্ছল সদস্যদের আপৎকালীন সাহায্য ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করবে।

২ অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে তহবিলের অর্থ সরকারি সিকিউরিটি সঞ্চয়পত্র বা অন্য কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩ খতিয়ান বইয়ে মুদ্রিত ইলেকট্রনিক সংস্করণ তহবিলের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-২৬: ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

ক কার্যনির্বাহী পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য তফসিলী ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবে।

খ অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাংক হিসাবসমূহ কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতির মধ্যে যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ধারা-২৭: হিসাব নিরীক্ষা

কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ধারা-২৮: গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

(ক গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব কেবলমাত্র সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা এতদুদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সভায় বিবেচিত হবে।

(খ সংগঠনের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তা পুনর্মূল্যায়ন করতঃ প্রয়োজন মনে করলে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক বা অন্য কোন সভার আলোচ্যসূচীতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

গ সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত সংশোধনী গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই তা গঠনতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-২৯: বিলুপ্তি

অ্যাসোসিয়েশনের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি অ্যাসোসিয়েশনের বিলুপ্তির কথা চিন্তা করে তাহলে তাঁরা তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র সভাপতির নিকট জমা দিবে। আবেদনপত্রটি পাওয়ার পর সভাপতি এ বিষয়ে ১৫ পনের দিনের নোটিশে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। বিলুপ্তির প্রস্তাব যদি সাধারণ পরিষদে তিন চর্তুথাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয় কেবল তাহলেই অ্যাসোসিয়েশন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ধারা-৩০: দায়িত্ব হস্তান্তর

ক নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষিত হওয়ার ৭ সাত দিনের মধ্যে বিদায়ী পরিষদ নব গঠিত পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

খ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হলে এই মেয়াদ অন্তে নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে।

ধারা-৩১ শপথ

ক ধারা ১৮ তে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ করবেন এবং শপথপত্রে স্বাক্ষরদান করবেন। শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

খ নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৭ সাত দিনের মধ্যে বিদায়ী সভাপতি শপথ পাঠ পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে বা না করলে নব নির্বাচিত সভাপতি এর পরবর্তী ৭ সাত দিনের মধ্যে নিজে নিজে শপথ নিবেন এবং অন্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন।

গ এই গঠনতন্ত্রের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণের জন্য উক্ত ব্যক্তি যেরূপ স্থান নির্ধারণ করবেন সেরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাবে।

ঘ শপথ বাক্য হবে নিম্নরূপঃ

"আমি শপথ গ্রহণ করছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে অবিচল থাকবো। আমি স্বজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে আরও অঙ্গীকার করছি যে এই গঠনতন্ত্ররে সব ধারা বিধি উপ বিধির উপর অবিচল থেকে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো।"

ধারা ৩২ ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

ক নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই গঠনতন্ত্ররে মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ Authentic English Text প্রকাশ করা যাবে।

খ বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

===